প্রথম আলো

তারিখ .. JUN. 27 2006

পৃষ্ঠা 1 কলাম 2

শিক্ষা সংকটের মূলে রাজনীতি

সাড়ে চার বছরে শিক্ষক বেড়েছে লক্ষাধিক, প্রতিষ্ঠান বেড়েছে প্রায় ৬ হাজার

শরিফুজ্জামান পিন্টু

শিক্ষায় সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেওয়ার পরও অপরিকল্পিত এবং অপ্রয়োজনীয় নিয়োগের কারণে আন্দোলনরত শিক্ষকদের ন্যূনতম দাবি মেটাতে পারছে না সরকার। একশ্রেণীর জনপ্রতিনিধি ও প্রভাবশালীর ব্যক্তিগত বা দলীয় স্বার্থে নিয়মবহির্ভূতভাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়া, শিক্ষক নিয়োগ ও এমপিওভুক্তি বর্তমানে সংকট সৃষ্টির অন্যতম বড় কারণ।

দেশের মোট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ২৩ শতাংশ অর্থাৎ ৬ হাজার ৬৩৬টি বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় নিয়ম ও জনবল কাঠামোবহির্ভূত শিক্ষক নিয়োগের তথ্য-প্রমাণ পাওয়া গেছে। এসব শিক্ষকের বেশির ভাগই সাম্প্রতিক সময়ে নিয়োগ পেয়েছেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সার্বিক পরিস্থিতি পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে গঠিত ১০ সদস্যের একটি কমিটির প্রতিবেদনে এ কথা বলা হয়েছে। খুব শিগগির এ প্রতিবেদন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হবে বলে কমিটি সূত্রে জানা গেছে। কমিটি আগামী পাঁচ বছর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তি বন্ধ রেখে ২৫ হাজার বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জনবল নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে নিরী... জনবল চিহ্নিত করার ...

জোট সরকার আন্দোলনরত শিক্ষকদের দাবির যৌক্তিকতা মেনে নিলেও সরকারের ... র্থ সংকটের ... ক্তব্য—সাধ ... থাকলেও সাধ্য নেই।

এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ *প্রথম আলো*কে বলেন, রাজনৈতিক কারণে বেশির ভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলায় শিক্ষকতার যোগ্যতা আছে কি না তাও কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা হয়নি। শিক্ষকদের বেতন অবশ্যই কম এবং তা বাড়ানো উচিত। তবে এর আগে শিক্ষকের যোগ্যতা, ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত এবং দূরত্ব ও জনসংখ্যা অনুপাতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়া হয়েছে কি না, সেগুলো বিবেচনা করা জরুরি।

আন্দোলনরত শিক্ষক নেতারা জানিয়েছেন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়া ও শিক্ষক নিয়োগে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রাধান্য পেলেও এ জন্য শিক্ষকরা দায়ী নন। জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্টের প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ বলেন, অপরিকল্পিতভাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তৈরি না করা এবং মেধাবীদের শিক্ষকতা পেশায় আকৃষ্ট করার দাবি জানিয়ে আসছি। কিন্তু সরকার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রাধান্য দেওয়ায় সংকট তৈরি হয়েছে। এর জন্য

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৪

শিক্ষা সংকটের মূলে রাজনীতি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকরা দায়ী নন।

শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদের সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ আউয়াল সিদ্দিকী বলেন, অপরিকিল্পিত প্রতিষ্ঠান গড়া ছাড়াও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দলীয় রাজনীতি ঢুকে পড়ায় তা সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

বাংলাদেশ অধ্যক্ষ পরিষদের সভাপতি অধ্যক্ষ মাজহারুল হান্নান বলেন, দেশে আর নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তৈরির প্রয়োজন নেই, অপরিকল্পিতভাবে এবং রাজনৈতিক কারণে গড়া প্রতিষ্ঠানগুলো আগে নিয়ম-নীতির আওতায় আনা দরকার।

শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের প্রধান সমন্বয়কারী মো. সেলিম ভূঁইয়া বলেন, একই দেশে এবং সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে বেসরকারি শিক্ষকরা যে বেতন ও সুযোগ পান তা অসম্মানজনক। তিনি বলেন, তারা লেখাপড়া করেছেন এবং নিয়ম অনুযায়ী নিয়োগ পেয়েছেন।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, প্রায় এক যুগ ধরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তৈরি এবং শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে ক্ষমতাসীনদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও দুর্নীতি সরকারকে এমন অসহায় অবস্থায় ফেলেছে। শিক্ষায় সর্বোচ্চ বরাদ্দের কথা বলা হলেও তা শিক্ষার মান উন্নয়নে খুব একটা ভূমিকা রাখছে না। তা ছাড়া শিক্ষা বাজেট থেকে অভিজাত ক্যাডেট কলেজ ও বিশৃঙ্খল মাদ্রাসা শিক্ষার পেছনে বিপুল পরিমাণ অর্থ চলে যাচ্ছে।

বেড়েছে শিক্ষক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, সরকারি ও বেসরকারি মিলিয়ে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারীর সংখ্যা ইতিমধ্যে প্রায় ৯ লাখে উন্নীত হয়েছে। এদের বেতন-ভাতা খাতে শিক্ষা বাজেটের অর্ধেকেরও বেশি খরচ হচ্ছে। ১৯৮৪ সালে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার সময় মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার সংখ্যা ছিল ৯ হাজার। গত ২২ বছরের ব্যবধানে শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এখন প্রায় ৩০ হাজার।

জোট সরকারের গত সাড়ে চার বছরে ৯ ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকসংখ্যা বেড়েছে প্রায় ১ লাখ ১৫ হাজার এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বেড়েছে প্রায় ৬ হাজার। ২০০০ সালে প্রাথমিক বাদে নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ এবং মাদ্রাসায় শিক্ষকসংখ্যা ছিল ৩ লাখ ৩৫ হাজার ৩১৪ জন। ২০০৬ সালে এই সংখ্যা প্রায় সাড়ে ৪ লাখে উন্নীত হয়েছে। বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা খাতে সরকারের খরচ হচ্ছে ২ হাজার ৮২৯ কোটি টাকা।

অন্যদিকে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা গত দেড় দশকে না বাড়লেও শিক্ষকসংখ্যা এবং বেতন বেড়েই চলছে। দেশের ৩৭ হাজার ৬৭২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ কোটি ৫৫ লাখ ৪৬ হাজার ৭২৯ জন শিক্ষক কর্মরত রয়েছেন। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের হিসাবে, এসব শিক্ষকের বেতন-ভাতা খাতে এখন খরচ হচ্ছে ১ হাজার ৫৮৩ কোটি টাকা। তবে বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়েছে। এ ধরনের প্রায় ২৩ হাজার বিদ্যালয়ে কর্মরত আছেন ৭৮ হাজার ৪৭৫ জন শিক্ষক।

শিক্ষা বাজেট ও বেতন: ২০০৫-০৬ অর্থবছরে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেট মিলে শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে মোট ৯ হাজার ৬৮৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। এর মধ্যে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, কলেজ ও মাদ্রাসাশিক্ষকদের বেতন-ভাতা খাতে মোট খরচ হয় প্রায় ৪ হাজার ৪৮৩ কোটি টাকা, যা মোট বাজেটের প্রায় অর্ধেক। আগামী ২০০৬-০৭ অর্থবছরে শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে মোট ১১ হাজার ৯৩ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে এবং এরও প্রায় অর্ধেক খরচ হবে শিক্ষকদের বেতন-ভাতা খাতে।

থোক বরাদ্দই ভরসা: এই মুহূর্তে বেতন খাতে আরও খরচ বাড়ালে শিক্ষার অন্যান্য খাতে খরচ কমাতে হবে। জাতীয় বাজেটে থোক বরাদ্দই শিক্ষক আন্দোলন সামাল দেওয়ার একমাত্র ভরসা। কিন্তু নির্বাচনের বছর হওয়ায় অপ্রত্যাশিত বিভিন্ন খাতই থোক বরাদ্দের মূল লক্ষ্য। বাজেটের এডিপিতে শিক্ষা ও ধর্ম খাতে থোক বরাদ্দের পরিমাণ ৫৩৭ কোটি ৫৮ লাখ টাকা। আন্দোলনরত সর্বস্তরের শিক্ষকদের ন্যূনতম চাহিদা মেটাতে হলেও ৫২৫ কোটি টাকা প্রয়োজন এবং যৌক্তিক দাবি পূরণে প্রয়োজন প্রায় ১ হাজার কোটি টাকা।